দৈনিক ইনকিলাব

003

তারিখ 05 JUL 1987
পৃষ্ঠা 6 কলাম 5

পাঠকের প্রতিক্রিয়া

গত ২ জ্যৈষ্ঠ দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় "শিক্ষা ও বিজ্ঞান" কলামে জনাব আলাউদ্দিন খানের লেখা "শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরই সংস্কার দরকার" শিরোনামের লেখাটি পড়ে আমি সত্যিকার অর্থেই অনুপ্রাণিত এবং লেখকের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছি। একজন অভিভাবক হিসেবে এমনি কিছু কথা আমার ভেতরে অনেকদিন থেকেই আন্দোলিত হচ্ছিল, প্রকাশের ঠিক পথ পাচ্ছিলাম না। সে পথটি আমার জন্যে সুগম করে দিলেন জনাব আলাউদ্দীন খান। তাঁর এ সত্য ভাষণের জন্যে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে আমারও কিছু কথা এখানে লিপিবদ্ধ করতে চাই।

সত্যিকার অর্থে আমাদের শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্যের আধিপত্য চলছে। যেন 'জোর যার মুলুক তার' অর্থেই বর্তমানে কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকা নিজেদের খেয়ালখুশী মত কাজ করে যাচ্ছেন। প্রকৃত শিক্ষকগণ দয়া করে বিরাগভাজন হবেন না। ভুক্তভোগী আমরা অভিভাবক শ্রেণী ভাল করেই জানি এবং দেখতে পাচ্ছি শিক্ষার অপূর্ণতা এবং অরাজকতার জন্যে কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকাই দায়ী।

আমার ছোট ছেলেটি এবার ৫ম শ্রেণীতে পড়ছে। বয়স দশ। স্কুলে যাবার ব্যাপারে তার অনীহা এবং বিতৃষ্ণা আমাকে দিন দিন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলছে। সে মতিঝিলস্থ একটি ইসলামী আদর্শ অনুসারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। গত বছর তাকে একটি কিন্ডার গার্টেন স্কুল থেকে এনে ঐ স্কুলে ভর্তি করানো হয়েছে। আগামী দিনের সাফল্যের আশায়। কিন্তু সে আশা সম্ভবতঃ দুরাশায় পরিণত হতে যাচ্ছে। আমার মতে জগতের প্রতিটি মানুষই কোন না কোনভাবে ধর্মভীরু। পরিবেশ থেকেই ছেলে-মেয়েরা অনেকাংশে ধর্ম শিক্ষা পেয়ে থাকে। তারপর হাতে কলমে বা ব্যবহারিকভাবে তো শিখবেই। লাঠিপেটা করে কাউকে কখনও কিছু লেখানো যায় না। এ কথা নিশ্চয়ই মহামান্য শিক্ষকগণকে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। প্রথম শ্রেণী থেকে যে ছেলে আরবী ভাষা লিখতে শেখেনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সে ছেলে আরবীতে শব্দার্থ, বাক্য তৈরী এবং শূন্যস্থান পূরণ করার ক্ষমতা কি করে রাতারাতি অর্জন করবে? সে অপরাধে যদি তাকে প্রতিদিন বেত খেতে হয়, তাহলে পরবর্তী দিনে স্কুলে যাওয়ার প্রতি তার ভীতি থাকবেই। মান্ধাতার আমলের বেত কেন্দ্রিক শিক্ষা যে এখনও এই আধুনিক আমলে চলছে তা সত্যিই বিস্ময়জনক। তারপরও কথা আছে। অপরাধী ছাত্রকে পিটাতে গিয়ে পাশের নিরপরাধ ছাত্রও নির্মমভাবে আহত হয়ে চোখ বা কপালে ও ভুরুর ওপরে অকারণে আঘাত পেয়ে যায়।

দু'-একবার এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের কাছে টেলিফোনে কথা বলতে গিয়ে শুনতে হয়েছে, পছন্দ না হলে বাচ্চা নিয়ে যান, এত কথা শোনার আমার সময় নেই।

শিক্ষক শিক্ষিকাগণ সব সময়ই কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে মহান আদর্শের মতো। বিশেষ করে এব্যাপারে শিশুরাতো ম্যাডামকে ছাড়া মা-বাবার কথা মোটেই শুনতে চায় না। ম্যাডাম যদি অজান্তে বা অসতর্কভাবে কিছু ভুল-ভ্রান্তিও করেন খাতায়, বাড়ীতে মা-বোনেরা সেটা শুধরিয়ে দিতে গেলে ছেলে-মেয়েরা হৈ চৈ কাণ্ড বাধায়। এহেন অবস্থায় ম্যাডামদের দায়িত্ব কতটুকু তা অনুধাবন করার বিষয় নয় কি? শিক্ষক বা শিক্ষিকাদের মধ্যে একটি শিক্ষকসুলভ আচরণ থাকতেই হবে। সেটি তাঁর চলনে-বলনে, আচরণে, শিক্ষাদানে সর্বোপরি তাঁর পোশাক-আশাকেও থাকতে হবে।

স্কুলের অনেক শিক্ষিকার মধ্যে আজকাল লক্ষ্য করা যায়, শাড়ী-গহনার প্রতিযোগিতা চলছে, শিক্ষার মান উন্নয়নের নয়। সকাল ৮টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত আপনি শিশুকে ক্লাসে ঢুকিয়ে সিঁড়ির ওপর বসলে অনায়াসেই অনেক কিছু দেখতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস। ঘরের কর্তা যেমন বাবা-মা। স্কুলের কর্তা বা প্রধান ব্যক্তি হচ্ছেন প্রধান বা সহকারী প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী। তাঁকেই অনুসরণ, অনুকরণ করবেন সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ। কিন্তু কর্তাই যদি অনুপোযুক্ত হন তো গৃহে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবেই।

একটি স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কথা জানি, যিনি নিজেকে শিক্ষক না ভেবে সারাক্ষণ অন্য কিছু ভাবতে থাকেন। শাড়ী ও গহনার জৌলুসে তার দিকে তাকানো যায় না। এক নজরে দেখলেই মনে হবে তিনি বিয়ের পার্টিতে এসেছেন, স্কুলে শিক্ষাদান কাজে নিয়োজিত থাকার জন্য নয়। তাঁর হাতে দু' থেকে তিনটে বিভিন্ন সাইজের ব্যাগ থাকে। একটিতে কস্‌মেটিক আর একটিতে সদ্য বিদেশ থেকে আনা শাড়ীর নমুনা। আর একটিতে জুতা। বৃটির সময় কাদামাটিতে হাঁটার জন্যে একজোড়া এবং ক্লাস করার জন্যে সুদৃশ্য আর এক জোড়া।

তাই আলাউদ্দীন খান-এর সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত হয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিনীতভাবে বলতে চাই, আসলেই আপনাদের সংস্কার দরকার।

—এম, এ, হালিম